আন্তন শেখভ ঃ সত্যের মর্মস্থলে

খস চৌধুরী

প্রথমবারের মতো একত্রে শোয়ার পর, আন্তন শেখভের গল্প দ্য লেডি উইদ দ্য ডগ (১৮৯৯) - এর নায়ক - নায়িকা দিমিত্রি দিমিত্রিচ গুরভ আর আনা সের্গেয়েভনা ঊষাকালে গেল ইয়ালতার কাছের ওরিয়ান্দা নামের এক গ্রামে, তারপর গির্জার পাশের এক বেঞ্চেবসে তাকিয়ে রইলো সাগরের দিকে। ভোরের কুয়াশার জাল ভেদ করে ইয়ালতা দেখা যাচ্ছিল না বললেই চলে; পাহাড়চুড়োয় স্থির হয়েছিল রাশি রাশি মেঘ। বিখ্যাত অংশটা এভাবে শু করে শেখভ লিখে গেছেন ঃ

‘গাছের পাতা নড়ছিল না, কিচকিচ করছিল ঘাসফড়িং, একঘেয়ে শূন্য স্বরে সাগর শোনাচ্ছিল শান্তি আর আমাদের জন্যে অপেক্ষমাণ অনন্ত ঘুমের কথা। যখন এখানে ইয়ালতা বা ওরিয়ান্দার অস্তিত্ব ছিল না, নিশ্চয় তখনো সে কথা বলেছে, এখনো বলছে, আরআগামীতেও বলবে এই একঘেয়ে উদাসীন স্বরে, যখন আমরা কেউ আর থাকবো না। এই বিরামহীনতা, আমাদের সবার জন্ম আর মৃত্যুর প্রতি এই সম্পূর্ণ উদাসীনতার ভেতরেই হয়তো লুকিয়ে আছে অনন্ত মুক্তিলাভের একটা প্রতিশ্রুতি, পার্থিব জীবনের বিরামহীন চলাচল, ত্রটিহীনতার দিকে ধাবিত অবিরাম উন্নতি। সাগর, পাহাড়, মেঘ, খোলা আকাশের এই জাদুকরী পরিবেশে, ঊষার প্রথম আলোয়, পাশে বসা তন্বীটিকে মনে হচ্ছিল অপূর্ব, শান্ত, মন্ত্রমুগ্ধ - গুরভ ভাবছিল, গভীরভাবে বিবেচনা করলে সবকিছুই সুন্দর, কেবল মানবসুলভ মর্যাদা আর জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যের কথা ভুলে করা আমাদের কাজ আর ভাবনাগুলো ছাড়া।’

আতকায় শেখভের দোতলা বাড়িটায় রয়েছে মুর স্থাপত্যের ছোঁয়া। সাজানো গোছানো বিস্তৃত বাগান আর বড় বড় ঘরগুলো থেকে ইয়ালতার ওপর দিয়ে সাগর দেখা যায়। তাঁর বোন, মারিয়া শেখভা, ১৯৫৭ সালে মারা যাবার আগে পর্যন্ত এই বাড়ি আর বাগান আগলে রাখেন নাৎসি দখলদারদের কবল থেকে।

শেখভের বাড়ি আজো তেমনই সজ্জিত আছে, ঠিক যেমন ছিল তাঁর সময়ে। মেয়েদের পোশাক নিয়ে মাথা ঘামাতেন শেখভ, মাথা ঘামাতেন বাড়ির সাজসজ্জা নিয়েও। সম্ভবত শৃঙ্খলা আর সুচির প্রতীক তাঁর এই ভালোবাসা ছিল সহজাত, তবে এটা শৈশবে পরিবারে দেখা বিশৃঙ্খলতা আর রূঢ়তার একটা বিদ্ধ প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। তাঁর পিতা, পাভেল ইয়েগোরোভিচ ছিলেন ভূমিদাসের পুত্র, যিনি নিজের এবং স্ত্রী ও সন্তানদের জন্যে স্বাধীনতা কিনতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বাবার কিনে দেয়া স্বাধীনতা কাজে লাগিয়ে পাভেল হতে পেরেছিলেন দক্ষিণ রাশিয়ার আরব সাগরতীরের শহর তাগানরোগের এক মুদি দোকানের মালিক। শেখভের সেরা জীবনীকার আর্নেস্ট জে. সিমন্সের বর্ণনায়, এই দোকান ছিল নিউ ইংল্যান্ডের জেনারেলস্টোরগুলোর মতোই, যেখানে বিক্রি হতো কেরোসিন, তামাক, সুতা, পেরেক আর নিত্য ব্যবহার্য ওষুধ - বিষুধ। নিউ ইংল্যান্ডস্টোরেরসঙ্গে অমিল বলতে, এখানে বিক্রি হতো ভদকাও, ক্রেতারা সেগুলো সাবাড় করতো দোকান এলাকারই আলাদা একটা ঘরে বসে।

শেখভের সবচেয়ে বড় ভাই আলেক্সান্দার, লিখেছেন, হাড়কাঁপানো এক শীতরাতের কথা, যে রাতে গরম এক ঘরে বসে হোমওয়ার্ক করা ন’বছরের ‘ভবিষ্যতের লেখক’ কে তাঁর বাবা হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিলেন দোকান সামলানোর কাজে। চাপা চরিত্রের শেখভ শৈশবের কোনো দুঃখস্মৃতি প্রকাশ করেননি, তবে তাঁর গল্পের কিছু কিছু অংশ মনে হয় সেসব স্মৃতিকে কেন্দ্র করেই লেখা যেমন, থ্রি ইয়ারস (১৮৯৫) গল্পের নায়ক লাপ্তে তার স্ত্রীকে বলছে, ‘মনে পড়ে বাবা আমাকে শুধরিয়ে দিচ্ছে, সোজা কথায়, আমাকে পেটাচ্ছে, যখন আমার বয়স পাঁচ বছরেরও কম। বাবা আমাকে পেটাতো বার্চের ডাল দিয়ে, আমার কান ধরে টানতো, মাথায় মারতো, প্রত্যেক সকালে জাগার পর প্রথমেই মনে হতো, আজ বাবা আমাকে পেটাবে কি না।’

১৮৯৯ সালে এক চিঠিতে আগের এক ক্লাশমেটকে শেখভ লিখেছেন যে তাঁর আজ ‘আত্মজীবনী - আতঙ্ক’। সাত বছর আগে সেভেন নামক এক পত্রিকার সম্পাদক ভী.এ.তিখনভ তাঁর কাছে জীবনীসংক্রান্ত তথ্য চাইলে শেখভ জবাব দিয়েছিলেন ঃ

‘আমার জীবনী আপনার দরকার ? তাহলে শোনেন। ১৮৬০ সালে তাগানরোগে আমার জন্ম। ১৮৯৭ সালে আমি পাশ করেছি তাগানরোগ স্কুল থেকে। মস্কো ঝিবিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করেছি ১৮৮৪ সালে। ১৮৮৮ সালে আমি পেয়েছি পুশকিন পুরস্কার। ১৮৯১ সালে আমি গেছি সাইবেরিয়া পেরিয়ে শাখালিন ভ্রমণে আর ফিরেছি সমুদ্রপথে। ওই বছরেই ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে আমি খেয়েছি চমৎকার ওয়াইন আর ঝিনুক। ১৮৯২ সালে ভী. এ. তিখনভের সঙ্গে আমি ঘোরাফেরা করেছি এক নেম - ডে পার্টিতে। ১৮৯৭ সালে স্ত্রেকোসায় আমার লেখালেখির শু। আমার গল্পসংগ্রহগুলো হলো - মোটেল স্টোরিজ, টোয়াইলাইট স্টোরিজ, গ্লুমি পিপল, আর উপন্যাসিকা দ্য ডুয়েল। নাটকেও কিছু কাজ করেছি আমি। বিদেশী ছাড়া আর সব ভাষায় অনূদিত হয়েছে আমার লেখা। অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগেই আমার লেখা অনূদিত হয়েছে জার্মান ভাষায়। চেক আর সার্বরাও অনুমোদন করেছে আমাকে। যোগাযোগ করেছে ফরাসীরাও। ১৩ বছর বয়সে আমি জেনেছি ভালোবাসার রহস্য। ডাত্তার আর লেখক বন্ধুদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চমৎকার। আমি অবিবাহিত। পেনশন পেলে ভালই লাগবে আমার। ডাত্তারি নিয়ে এখন আমি এতোই ব্যস্ত যে এবার গরমে আমি কয়েকটা অটোপসি করবো, যে কাজটা আমি করিনি গত দু’তিন বছর। লেখকদের মধ্যে আমার পছন্দ তলস্তয়, ডাত্তারদের মধ্যে জাখারিন। যাই হোক, এসবই জঞ্জাল। আপনার যা খুশি লেখেন। ঘটনার অভাব বোধ করলে সেই জায়গাটা ভরিয়ে দেবেন গীতিময় কিছু দিয়ে।’

সোভিয়েত আর্কাইভগুলো খোলার ফলে শেখভের অজানা প্রেম আর যৌনজীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। তবে শেখভের প্রকাশিত চিঠিপত্র থেকে নেয়া এসব তথ্যের কতটুকু বেরিয়েছে গোঁড়া সোভিয়েত সেনসরশীপের হাত গলে, তাতে রয়েছে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ।

শেখভ যে যৌনতায় অনুৎসাহী ছিলেন না, তা তাঁর এসব চিঠিপত্রে সামান্য অংশে পরিষ্কার নয়, তাঁর চিঠিপত্রের অতি সামান্য অংশও এমন ঝড় তুলেছে জানলে শেখভ হয়তো মজাই পেতেন।

শেখভের গোপনীয়তা তাঁর জীবনীকারদের প্রচেষ্টা থেকে নিরাপদ। যেসব চিঠিপত্র আর সমসাময়িক মানুষের ওপর প্রভাব রেখে যাই আমরা, সেসব আমাদের জীবন - সত্যের শাঁস নয়, খোসামাত্র। আমরা মারা গেলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের এই শাঁসও সমাহিত হয়। এটাই মৃত্যুর যুগপৎ আতঙ্ক এবং দুঃখ, আর জীবনীর অবশ্যম্ভাবী গতানুগতিকতার কারণ।

শেখভের মনোযোগী পাঠক হলে ধরতে পারবেন যে এই মাত্র আমি একটা চুরি করেছি। শাঁস আর খোসার এই ছবিটা আমার মনে ভেসে উঠেছে দ্য লেডি উইদ দ্য ডগ গল্পের শেষদিকের আরেক বিখ্যাত অংশ থেকে। গরমের শেষে আনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গুরভ মস্কোয় ফিরছে তার প্রেমহীন বিয়ের কাছে। মেয়েটিকে কিছুই ভুলতে না পেরে গুরভ শেষমেষ গেল সেই প্রাদেশিক শহরে, যখানে মেয়েটি থাকে তার স্বামীর সঙ্গে, যাকে সে ভালোবাসে না। মেয়েটি প্রতি মাসে লুকিয়ে লুকিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতে লাগলো মস্কোর হোটেলে, আসার সময় স্বামীকে বললো যে সে যাচ্ছে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে। এক সকালে হে াটেলের পথে আসতে আসতে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গুরভ ভাবছে ঃ

'দুটো জীবন ছিল তার ঃ একটা খোলামেলা, যারা জানতে চায় তাদের সবার জানা, ঠিক তার বন্ধুবান্ধব আর স্বল্প পরিচিতদেরজীবনের মতোই আপেক্ষিক সত্য আর আপেক্ষিক মিথ্যায় ভরা; আরেকটা জীবন বয়ে চলেছে গোপনে। এবং কিছু অদ্ভুত, সম্ভবত আকস্মিক ঘটনার যোগসূত্রের মাধ্যমে, যা কিছুই ছিল তার কাছে অপরিহার্য, ছিল প্রিয় আর মূল্যবান, যেসব মিলিয়ে তৈরি তার জীবনের শাঁস, গোপন ছিল অন্য মানুষের চোখে; আর তার ভেতরের যা কিছু মিথ্যা, যে - খাপে নিজেকে সে লুকিয়ে রাখে সত্য গোপনের উদ্দেশ্যে যেমন, তার ব্যাঙ্কের কাজ, ক্লাবের আড্ডা, উৎসবে স্ত্রীর পাশে উপস্থিত থাকা - সবাই জানে। এবং নিজেকে দিয়েই সে বিচার করেঅন্যের, চোখের সামনে যা দেখে তা বিশ্বাস করে না, সবসময় তার বিশ্বাস যে প্রত্যেকটা মানুষের আসল, সবচেয়ে আকর্ষণীয় জীবন রয়েছে গে াপনতা আর রাতের আড়ালে।'

বলা হয়ে থাকে যে দ্য লেডি উইদ দ্য ডগ শেখভের আনা কারেনিনার প্রত্যুত্তর, তলস্তয়ের কঠিন দোষারোপের বিদ্ধে দাঁড়িয়ে নিষিদ্ধ প্রেমের পক্ষ সমর্থন। কিন্তু শেখভের আনার সঙ্গে তলস্তয়ের আনার বিশেষ কোনো সাদৃশ্য নেই। গুরভ ব্রনস্কি নয়, আনা ভন দিদেরিত্স্ও নয় আনা কারেনিনা। শেখভের কোনো চরিত্রই তলস্তয়ের প্রেমিকদের মতো প্রাণবন্ত কিংবা স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নয়; তারা অস্পষ্ট, চরিত্র হিশেবে উপন্যাসের তুলনায় রূপকেই তারা বেশি মানানসই।

সামাজিক জীবনের ব্যাভিচারের মতো একটা উদ্বেগের বিষয়ে তলস্তয়ের মতো শেখভ উদ্বিগ্নও নন। তাঁর গল্পগুলোর রয়েছে এক গোপন, দ্ধ পরিবেশ। কেউ এই ঘটনাটা যেন ঘটছে গাঢ় কাচের কোনো বাক্সে, যেখান থেকে প্রেমিক - প্রমিকারা বাইরেটা দেখতেপাবে, কিন্তু বাইরে থেকে তাদের দেখতে পাবে না কেউ। গুরভ ও আনার গোপন প্রেমের সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে সেটার গোপনতার মাঝেই। শেখভ প্রায় বলেছেন যে মিথ্যাকেই তিনি ঘৃণা করেন সবচেয়ে বেশি। সেই বিচারে দ্য লেডি উইদ দ্য ডগ খেলা করেছে একটা স্ববিরোধিতা নিয়ে - যেখানে মিথ্যা বলে একজন স্বামী প্রতারণা করেছে তার স্ত্রীকে, কিংবা একজন স্ত্রী তার স্বামীকে।

তবে জীবনে গোপনতা বহুমূল্য হলেও উপন্যাসে তার মূল্য নেই বললেই চলে। গুরভ যখন তার গোপন দ্বৈত জীবনের সামনে সম্পূর্ণ একা, তখনো তার সবই আমরা জানি।

সে-ই হলো উপন্যাসের একটা চরিত্র, যার কোনো গোপনতা নেই, একদম আসল, দাণ কৌতূহলোদ্দীপক এক জীবন নিয়ে যে সবার সামনে উপস্থিত সম্পূর্ণ খোল ামেলাভাবে। উপন্যাসে, গল্পে বা নাটকে আমরা মানুষকে যেরকম পরিষ্কারভাবে দেখি, সেরকমভাবে কখনোই দেখি না ব্যক্তিগত জীবনে। আমাদের এবং আমাদের অন্তরঙ্গতম মানুষটির মাঝেও ঝুলে থাকে একটা পর্দা, যা পরস্পরের কাছে পরস্পরকে ঝাপসা করে তোলে। আমরা গুরভ আর আনা সম্বন্ধে জানি - বিশেষ করে গুরভ সম্বন্ধে, যেহেতু গল্পটা বলা হয়েছে তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে - অথচ নিজেদের সম্বন্ধে বলা বাহুল্য, পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে তারাই অতটা জানে না। অবশ্য ত াদের জীবনে আমাদের এই উঁকি মারা নিয়ে তাদের কোনো অস্বস্তি নেই, আমরাও এটাকে পাঠকের ন্যায্য পাওনা ভেবে খুশি।

এই কথা আমাদের মনে পড়ে না যে নিজেদের যে গোপনতা রক্ষার ব্যাপারে আমরা এতটা উদ্বিগ্ন, উপন্যাস বা গল্পের চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রেও সে গোপনতা রক্ষা করা উচিত। মজার ব্যাপার হলো, শেখভের সম্ভবত কথাটা মনে পড়েছিল। নিজের গোপনতা চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে পুরোপুরি রক্ষা করা সম্ভব না হলেও তাঁর মনে হয়েছিল, একজন লেখকের সর্বজ্ঞতার সুবিধে তিনি খানিকটা হলেও পরিহার করতে পারেন। তিনি পারেন তাঁর চরিত্রগুলোকে সামান্য অস্পষ্ট করে তুলতে, সামান্য রহস্যময় করে তুলতে পারেন তাদের উদ্দেশ্য।

১৮৮৮ সালে, দ্য লেডি উইদ দ্য ডগ - এর ১১ বছর আগে, তাঁর আরেকটা গল্প লাইটস পাঠক মহলে তেমন সাড়া ফেলতে নাপারায় এক চিঠিতে গল্পটার সমালে াচনা করেছিলেন লেখক ইভান শ্লেভ। সেই চিঠির জবাবে শেখভ লিখেছিলেন, 'একজন মনোবিজ্ঞানীর উচিত নয় যা সে বোঝে না, তা বোঝার ভান করা। একজন মনোবিজ্ঞানীর এই ভাবও প্রকাশ করা উচিত নয় যে কেউই যা বোঝে না, সে তা বোঝে। আমরা ভন্ডপন্ডিতের ভূমিকা গ্রহণ করবো না, সেই সঙ্গে খোলা মনে আমর া ঘোষণা দেব যে এই পৃথিবীর কিছু সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়। একমাত্র মূর্খ আর ভন্ডপন্ডিতেরাই সবকিছু বোঝে।'

ব্যক্তিগত জীবনের মতো সাহিত্যিক জীবনের গোপনতাকেও আগলে রেখেছেন শেখভ, একেবারেই মুখ খোলেননি তাঁর লেখার পদ্ধতির বিষয়ে, আর নষ্ট করে ফেলেছেন বেশির ভাগ খসড়া। ১৮৮৬ সালের মার্চে লেখক দিমিত্রি গ্রিগোরোভিচকে এক চিঠিতে শেখভ লিখেছেন, 'ঈশ্বর জানেন কেন যেন আমি আমার প্রিয় চেহার া আর দৃশ্যগুলোকে সযত্নে লুকিয়ে রাখি।' আবার ১৮৮৮ সালের অক্টোবরে আরেক চিঠিতে বন্ধু এবং প্রকাশক আলেক্সেই শুভোরিনকে শেখভ লিখেছেন, 'যে চরিত্রগুলোকে আমার সেরা মনে হয়, যেগুলোকে আমি ভালোবেসে সংরক্ষণ করি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, পাচ্ছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়...যা কিছুই লিখছি, আম াকে অসন্তুষ্ট আর বিরক্ত করছে, কিন্তু যা আছে আমার কল্পনায়, আমাকে কৌতূহলী, উত্তেজিত আর চঞ্চল করছে।'

ইংরেজি - ভাষী জগত গল্পকার শেখভের চেয়ে নাট্যকার শেখভকেই চেনে বেশি। দ্য ওয়াইফ বা ইন দ্য র‍্যাভিন - এর নাম তারা ততটা না শুনলেও সবাই দেখেছে দ্য চেরি অরচার্ড আর আঙ্কল ভানিয়া। কিন্তু নাট্যকার হিশেবে শেখভ কখনোই স্বস্তি বোধ করেননি। 'আহ, কেন যে আমি গল্প ছেড়ে নাটক লিখতে গেলাম!' ১৮৯৬ সালে লিখেছেন তিনি শুভোনিরকে। 'বিষয় নষ্ট হয়েছে, নষ্ট হয়েছে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই, কলঙ্কিত আর নিষ্ফলাভাবে।'

ইংরেজি - ভাষী জগত গল্পকার শেখভের চেয়ে নাট্যকার শেখভকেই চেনে বেশি। দ্য ওয়াইফ বা ইন দ্য র‍্যাভিন - এর নাম তারা ততটা না শুনলেও সবাই দেখেছে দ্য চেরি অরচার্ড আর আঙ্কল ভানিয়া। কিন্তু এ নিয়ে আমার মন খারাপ হয়নি, কারণ, এখনও ইচ্ছে করলে আমি গল্প লিখতে পারি। গল্পেই আ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি; নাটক লেখার সময় মনে হয়, কেউ যেন উঁকি মারছে আমার কাঁধেরওপর দিয়ে।'

একমাসে শেখভ লিখেছিলেন দ্য স্তেপ (১৮৮৮), আর দ্য নেম - ডে পার্টি (১৮৮৮) তিন সপ্তাহে; দ্য থ্রি সিস্টারস আর দ্য চেরি অরচার্ড লিখতে সময় লেগেছিল তঁ ার একবছর করে। এত সময় লাগার পেছনে ভগ্নস্বাস্থ্য অবশ্যই একটা কারণ, তবে কাজ করার সময়ে কেউ একজন উঁকি মেরে দেখছে, ঘরে তিনি একা নন, যোগ হয়েছে এই উপসর্গও।

নাটক লেখা উপন্যাস কিংবা গল্প লেখার মতো ব্যক্তিগত কাজ নয়। লেখার সময় নাট্যকার তার চারপাশে অনুভব করে অভিনেতা - অভিনেত্রী, পরিচালক, মঞ্চসজ্জ াকার পোশাক পরিকল্পক, আলোক বিশেষজ্ঞ, এমনকি দর্শকদের উপস্থিতি। সে কখনোই একা নয়, আর এই সঙ্গ সে পছন্দও করে। ১৮৮৬ সালে, যখন শেখভের গল্প পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ শু করেছে, তখনো তিনি বন্ধু ভিকতর বিলিবিনকে লিখেছেন এমনই এক অনুভূতির কথা ঃ

'যখন আমি জানতাম না যে তারা আমার গল্প পড়ে মতামত প্রকাশ করে, তখন আমি গল্প লিখতাম প্যানকেক খাবার মতো শান্তভাবে; এখন লিখতে আমার ভয় হয়।' নাটক শেখভকে যুগপৎ আকর্ষণ এবং বিরক্ত করেছে। ১৮৯৮ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটারের নেমেরেভিচ ভ্যানচেঙ্কো তাঁর কাছে দ্য সীগাল মঞ্চস্থ করার অনুমতি নিতে গেলে অনুমতি দিতে তিনি অস্বীকার করেন। নেমেরোভিচ ড্যানচেঙ্কা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'মঞ্চের বিশাল উত্তেজনা সহ্য করার মতো শক্তি তাঁর ছিল না, আর এই উত্তেজনা তিনি চান ও নি।' তবে নাছোড়াবান্দা হয়েছিলেন নেমেরোভিচ, আর শেষমেষ তাঁর জেদেরই জয় হয়েছিল। তিনি জেদ না করলে হয়তো দ্য থ্রি সিস্টারস আর দ্য চেরি আরচার্ড লেখাই হতো না।

অন্তত একটা গল্পে শেখভ একটা অস্পষ্ট আত্মজীবনী লেখার চেষ্টা করেছেন। কাশতাঙ্ক (১৯৮৭) নামের সেই গল্পটা বর্ণিত হয়েছে এক মাদি কুকুরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। শিশুদের গল্প হিসেবে উপস্থাপিত হলেও এটা আসলে অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর, অপূর্ব এক নীতিকথামূলক গল্প। কাশতাঙ্কা হলো অনাদরে বেড়ে ওঠা একটা মাদী ক্ষুধার্ত কুকুর, যেটা হারিয়ে যাবার পর গিয়ে পড়ে এক দয়ালু মানুষের হাতে এবং তার নিজেরই ইচ্ছেয় আবার মিলিত হয় দুর্ব্যবহারকারী আদি মালিকের সঙ্গে।

দয়ালু মানুষটি তুষারঝড়ের সময় এক বারের দরজায় কাশতাঙ্কাকে কাঁপতে দেখে, তাকে বাড়ি নিয়ে এসে খেতে দেয়। মানুষটা পশুপাখিদের একজন প্রশিক্ষক, সার্কাস দেখায় সে একটা বিড়াল, একটা রাজহংসী আর একটা শুয়োর নিয়ে। কাশতাঙ্কাকে প্রশিক্ষণ দেয় সে, কাশতাঙ্কাও চটপট শিখে নেয় তার কৌশল। তারপর একদিন অনান্য প্রাণীগুলোর সঙ্গে মাদি কুকুরটাকেও সে নিয়ে যায় সার্কাস দেখাতে। দর্শকদের মাঝে বসেছিল কাশতাঙ্কার আদি মালিক - মাতাল এক ছুতোর, আর তার ছেলে। চেনা কুকুরটাকে দেখে ডাক দেয় দু'জনে, কাশতাঙ্কাও একলাফে রিং পেরিয়ে ছুটে যায় তাদের কাছে নি সঙ্কোচে, এমনকি আনন্দিতভাবেই আবার প্রবেশ করে তার অভাবের জীবনে।

শেখভ দয়ালু মালিকের বাড়ির পরিবেশ এঁকেছেন খানিকটা অশুভভাবে। সেখানে সবসময় একটা অস্বস্তি লাগে, কেমন গা ছমছম করে। একরাতে ভীষণ একা চিৎকার ছেড়ে রাজহংসীটা মারা যায় কণভাবে, ডাকতে থাকে কুকুরটা, আর তার গা ঘেঁষে বিড়ালটা থাকে জড়োসড়ো হয়ে। কাশতাঙ্কার তার আদি মালিকের কাছে ফিরে যাওয়াটা আমাদের মনে ফুটিয়ে তোলে অবশ্যম্ভাবী এক কণচিত্র। আমরা বুঝতে পারি, দয়ালু মালিকের পরিচর্যায় চমৎকার - হয়ে - ওঠা কাশতাঙ্কা ছুতোরের মার আর তার ছেলের অত্যাচারে শিগগিরই আবার পরিণত হবে হাড়সর্বস্ব এক প্রাণীতে। কিন্তু দূর হয়ে যাবে তার অস্বস্তি, মাঝখানের অপরিচিত জীবনটাকে পেছনে ফেলে এবার সে এগাতে পারবে তার আপন, পরিচিত জীবনের পথে।

শেখভ যখন কাশতাঙ্কা লিখেছিলেন, তখন তিনি নিজেই কাটাচ্ছিলেন অপরিচিত এক নতুন জীবন। ১৮৮৬ সালে অখ্যাত থেকে হঠাৎ তিনি হয়ে গিয়েছিলেন বিখ্যাত। জীবিকার তাগিদে বছরের পর বছর লড়াই করার পর তিনি শ সাহিত্যের বৃহত্তম সার্কাস মাস্টার, কোটিপতি প্রকাশ শুভোরিনের চোখে পড়েন। তাঁকে 'খাঁটি শিল্পী' আখ্যা দেয়া হয়। শুভোরিনের সার্কাস শেখভকে একইসঙ্গে সুখী এবং আতঙ্কিত করে। এই আতঙ্কের ফলে তিনি আর প্যানকেক খাবার মতো শান্ত ভাবে গল্পের জোগান দিতে পারেন না।

অনিচ্ছুকভাবে সাহিত্য করাই যদি শেখভের নিয়তি হয়ে থাকে, তাহলে অনুপযোগী 'আদি মালিকের' সঙ্গে বসবাস করাটা তাঁর আরেক নিয়তি। শুভোরিন কর্তৃক তাঁর লালন সার্কাস মাস্টারের সঙ্গে কাশতাঙ্কার অভিযানের মতোই নিষ্ফল। স্বেচ্ছাচারী বাবা, অশিক্ষিত নরম মনের মা, ব্যর্থ বড় ভাই, অনুজ্জল ছোট ভাই, আর অবিবাহিতা মারিয়ার সঙ্গেই শেখভ নিজেকে সম্পর্কযুক্ত মনে করতেন।

বাস্তবিক এবং আক্ষরিক অর্থেই, শেখভ কখনোই তাঁর বাড়ি ছাড়েন নি । ১৯০১ সালে অভিনেত্রী ওলগা নিপারকে বিয়ে করার পর তিনি তাই-ই করেন, যা করবেন বলে কয়েক বছর আগেই শুভোরিনকে লিখেছিলেন এক চিঠিতেঃ 'বেশ, আপনি যদি চান তাহলে বিয়ে করবো আমি। কিন্তু এইসব শর্তসাপেক্ষে ঃ জীবন চলবে একেবারে আগের মতোই, মানে হলো, সে অবশ্যই মস্কোতে থাকবে আর আমি গ্রামে, মাঝে মাঝে গিয়ে তাকে দেখে আসবো। যে সুখ আজ থেকে আগামীকাল পর্যন্ত স্থায়ী, কিংবা এক সকাল থেকে আরেক সকাল পর্যন্ত, সেই ধরনের সুখ কখনোই আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।' বাবা - মাকে নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন তিনি মস্কো আর মেলিখোভোয়, ১৮৮৯ সালে বাবার মৃত্যুর পর মাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ইয়ালতার বাড়িতে।

শেখভের এমন কোনো নাটক বা গল্পের কথা কল্পনা করা কঠিন, যেখানে কোনো মৃত্যুর ঘটনা বা আবহ নেই। দ্য লেডি উইদ দ্য ডগ একটা আপাত ব্যতিক্রম গল্পটায় কেউ মরছে না, এমনকি আগেও মরেনি। তবু সেখানে মাথার ওপরে যেন ঝুলে আছে মৃত্যু। গুরভের আত্মশুদ্ধির যাত্রা - অসংখ্য মেয়ের রসাস্বাদন থেকে সাধারণ একটিমাত্র মেয়েতে নিবেদিত হওয়ার - প্রকৃত প্রস্তাবে একটা জীবনবিমুখতারই যাত্রা তার নারীসঙ্গের জীবন সুন্দর না হলেও অত্যাবশ্যক, মস্কো হোটেলে তার গোপন 'আসল জীবনে রয়েছে ভূতূড়ে একটা বৈশিষ্ট্য। আনা আর সে এমন ধরনের মানুষ, যাদের জন্যে অপেক্ষমান অনন্ত ঘুম ইতিমধ্যেই শু হয়ে গেছে।

আনা সের্গেয়েভনা ফ্যাকাসে, পরনে তার ধূসর পোশাক; আয়নায় একঝলক নিজেকে দেখতে পেল গুভ, চুল তার ধূসর হয়ে গেছে; গুরভ দেখতে পেল আনার বাড়ির সামনে লম্বা একটা ধূসর বেড়া; তার হোটেল ঘরের মেঝে ঢাকা সৈন্যদের ধূসর কাপড়ে; আর টেবিলের ওপর রাখা একটা দোয়াতদান ধূলোয় ধূসর হয়ে আছে।

মস্কোর হোটেলঘরে গুরভ লক্ষ্য করলো, গত কয়েক বছরে সে কতটা বুড়িয়ে গেছে! তারপর সে লক্ষ্য করতে লাগলো আনা সের্গেয়েভনাকেঃ তার হাত রাখা কাঁধ দু'টো গরম আর কম্পমান। এই উষ্ণ আর সুন্দর জীবনের জন্যে কণা হলো তার, সজীবতা হারিয়ে এটাও তার মতোই বুড়িয়ে যেতে শু করবে। মাত্র এক কিংবা দু'বছর আগে ইয়ালতায় আনার যৌবন চমকে দিয়েছিল তাকে , অথচ আজ তা জীর্ণ হবার পথে।

অন্যান্য শ বাস্তববাদিদের নিয়ে আমরা এতো প্র তুলতে চাই না, কিন্তু শেখভের অদ্ভুত, সাঙ্কেতিক সাহিত্যকর্ম আমাদের গূঢ় অর্থের পেছনে ধাবিত হতে বাধ্য করে। শেখভের বিদ্রুপ আর বিচারবুদ্ধি অবশ্য টেনে ধরে আমাদের কল্পনার রাশ, ফলে বেশি কল্পনাপ্রবণ আমরা হতে চাই না। কিন্তু শেখভ যে তাঁর বাগানে সূত্র ছড়িয়ে ঢেকে দিয়েছেন গত বছরের পাতায়, সেগুলোকে আমরা হারাতেও চাই না। এই পাতাগুলোই শেখভের জগতের খুঁটি, এগুলোই তাঁর অত্যন্ত সাধারণ একটা ঘটনাকে রূপকশোভিত অর্থের মাধ্যমে অসাধারণত্বে উন্নীত করার পদ্ধতির উদারহণ। এই পথ ধরে কেউ হাঁটলে তাঁর পায়ের নিচে শুনতে পাবেন শুকনো পাতার মর্মর, তবে ইতিমধ্যেই মঞ্জরিত হয়েছে নতুন বছরের পাতা।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com